ভোরের কাগজ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV. 27 2002

ছাত্রদলের চাপে পাবনা পলিটেকনিককে ভর্তির মেধা তালিকা বাতিল

নির্বাচিতদের আশঙ্কা ছাত্রদলের ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন তালিকা হবে

পাবনা থেকে নিশীথ রঞ্জন সাহা বিন্দু : পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এ বছরের প্রথম বর্ষের ছাত্র ভর্তি নিয়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদলের মধ্যে বিরোধের কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি নিয়ে বিপাকে পড়েছে। গত মঙ্গলবার ভর্তির শেষ দিন হলেও ছাত্রদলের চাপে কোনো ছাত্রছাত্রী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারেনি। ছাত্রদল ও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের বিরোধের জেরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এই ইনস্টিটিউটের এ বছরের ভর্তি পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ঘোষণা দেওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা অভিযোগ করেছে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের নামে মূলত ছাত্রদলের পছন্দের তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করার জন্যই কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ বছরের নিয়ম অনুযায়ী গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম বর্ষের ভর্তির জন্য ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। বোর্ডের এ বছরের নিয়ম মোতাবেক আসন সংখ্যা অনুযায়ী সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার ও পাওয়ার টেকনোলজিতে মেধার ভিত্তিতে ২৬৪ জনকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয় এবং অতিরিক্ত আরো ১৩২ জনকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি হওয়ার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘোষণায় ছাত্রদল খুশি না হয়ে তাদের পছন্দের তালিকা অনুযায়ী ভর্তির জন্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ইনস্টিটিউট অচল করে দেয়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ইনস্টিটিউটের অফিস কক্ষে তালা ও ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র অফিসের আলমারিতে রেখে সিলগালা করে দেয়। তারা ইনস্টিটিউটের কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদলের বাধার মুখে কোনো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি।

এদিকে এ ভর্তি বিষয়ে ইনস্টিটিউটের ছাত্রদলের নেতারা অভিযোগ করেছে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও কতিপয় কিছু শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে সঠিক মেধা তালিকা প্রণয়ন না করে মোটা অংকের টাকা নিয়ে মেধা তালিকার বাইরের অনেক ছাত্রকে মেধা তালিকায় স্থান দিয়েছে। এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের অভিযোগকে সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন। তারা জানায়, বোর্ডের নিয়ম মোতাবেক

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ছাত্রদলের চাপে পাবনা পলিটেকনিককে

● শেষের পাতার পর

সঠিকভাবেই এ বছরের প্রথম বর্ষের ছাত্র ভর্তির কার্যক্রম হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ জানান, বোর্ড নিজের নিয়মেই ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো দাবি বা অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। ছাত্রদলের চাপে ইনস্টিটিউটের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ঘোষণা দিলে গত ২২ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ইনস্টিটিউটের সকল তালা খুলে দেয়। গত ২২ সেপ্টেম্বরই একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে ইনস্টিটিউট অধ্যক্ষ মোঃ সাবেরউদ্দিনসহ ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান ঢাকা কারিগরি বোর্ডের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য নিয়ে যান।

এই ঘটনার পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট থেকে আগের ভর্তি তালিকা বাতিল করে নতুন করে ভর্তি তালিকা প্রণয়ন করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। ইনস্টিটিউটের একটি সূত্র এবং ছাত্রছাত্রীরা জানায়, ছাত্রদলের দাবির মুখে বোর্ড নতুন করে ভর্তি তালিকা দিয়ে ছাত্রদলের পছন্দের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইনস্টিটিউটের ২য় ও শেষ বর্ষের অনেক ছাত্র এবং শিক্ষকরা জানান, নতুন ভর্তি তালিকায় ছাত্রদলের পছন্দের তালিকার নাম থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।